FEB. 7 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৪ সম্পাদকীয়

যুগান্তর

বুধবার, ২৫ মাঘ ১৪০৭
Wednesday, 7 February 2001

বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

দেশে বর্তমানে তিন ধারায় বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। গত র
বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি : ২০০০'
গোলটেবিল আলোচনায় বক্তাগণ বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ভিন্ন
শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইতিমধ্যেই এমন দিন আসিয়া গিয়াছে
ই জাতি আর কোনও দিন কোনও প্রশ্নে একমত হইতে পারিবে না। বক্তাদের এই উ
কারণে নহে। বাংলাদেশে এখন সাধারণ শিক্ষা, মদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা এবং ইং
াধ্যমে শিক্ষা– এই তিন ধারায় শিক্ষা প্রদান চলিতেছে। প্রত্যেকটি ধারা অপর ধারা
ইতে মৌলিকভাবে এতই পৃথক যে, দেশের ছাত্রছাত্রীরা বাড়িয়া উঠিবার কালে
ানসিকতার দিক হইতে কিছুতেই এক থাকিতে পারিতেছে না। ফলে জাতির মানসিক
দূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে। এই মানসিক বিভাজনের ফলে কোনও বিষয়ে যে অ
াতীয় মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না তাহার আলামত এখন দিবালোকের
স্পষ্ট। শিক্ষার ত্রিমুখী ধারা অব্যাহত থাকিলে এই অনৈক্য আরও প্রকট হইবে এবং
াতির অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও মনস্তাত্ত্বিক অপরিচয়ের দেয়াল ভেদ করিয়া অ
য়তো কখনও একত্র হইতে পারি না।

াংলাদেশের সংবিধানে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলা আছে। তাহা স
ামাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিপরীতমুখী পথে যাত্রা শুরু করিল কেন তাহার কারণ অনু
রা প্রয়োজন। কমিটমেন্টের অভাব অথবা ইচ্ছাকৃত চাকুরি যে এই জটিলতাকে বাস্তব
দয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গালটেবিলের বক্তারা যতই সোচ্চার কণ্ঠে প্রচলিত বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান
রুন, বিষয়টি যে বেশিদূর আগাইবার সম্ভাবনা ক্ষীণ তাহা তাহাদের বক্তব্যেই পরি
ইয়া গিয়াছে। গোলটেবিলের আলোচ্য বিষয় ছিল জাতীয় শিক্ষানীতি। অথচ আলোচ
্রত্যেকে বলিয়াছেন যে, শিক্ষানীতিতে কী আছে তাহা তাহারা জানেন না। দুইজন আ
শিক্ষানীতি প্রণয়নের সহিত জড়িত ছিলেন। তাহারাও বলিয়াছেন যে, সংসদে গৃহীত জ
শিক্ষানীতি আর তাহাদের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি এক কিনা সেই ব্যাপারে তাহারা অ
হেন। শিক্ষানীতির কপি না পাইবার জন্য সকলে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আলো
্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী এই ব্যাপারে কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নাই। আলোচনা
তনি যে জাতীয় শিক্ষানীতির নির্যাস তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তেমন কোনও বিবরণও
াত্রিকায় প্রকাশিত খবর পাঠ করিয়া পাওয়া যায় নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে, স
াস হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কোনও আইন নহে। প্রয়োজনে ইহা সংশোধন করা যা
তনি আরও জানাইয়াছেন যে এই শিক্ষানীতি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করিতে ১০
াগিবে। এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ গোলটেবিল বৈঠকের আগে আলোচকদের শিক্ষা
পি সরবরাহ না করা এবং শিক্ষানীতি সম্পর্কে অন্ধকারে থাকিয়া এই বিষয়ে আলো
জন্য হাজির হওয়া– উভয় ঘটনা আমাদের ভাবিতে বাধ্য করে যে শিক্ষার মতো গুরু
একটি ব্যাপারে দায়সারা ভাব এখনও সক্রিয় রহিয়াছে।

তবুও আমরা আশাবাদী, কারণ অভিন্ন শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা এবং অভিন্ন শিক্ষা
অনুপস্থিতিজনিত বিপদের কথা বহুদিন পর গুরুত্বের সহিত উচ্চারিত হইয়াছে। ইংরে
একটি প্রবাদ আছে যে, কখনও না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়াও উত্তম। আমরা
করিব, দেরিতে হইলেও বোধোদয় যখন ঘটিয়াছে তখন সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হ
আগে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হ
তবে এই পদক্ষেপ বাস্তবসম্মত হওয়া প্রয়োজন। যে কোনও রকমের অসতর্ক হঠক